দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...06 NOV 1994 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২......

02

# জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ

**ধারা—১৬**

(১) কোন শিশু নিজস্ব গোপনীয়তা, পরিবার, আবাস কিংবা পত্র যোগাযোগের ওপর স্বেচ্ছাচারী অথবা বেআইনী হস্তক্ষেপ কিংবা তার মর্যাদা ও সুনামের ওপর বেআইনী আক্রমণ করা যাবে না।

(২) এই ধরনের কোন হস্তক্ষেপ কিংবা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে।

**ধারা—১৭**

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ গণমাধ্যমের দ্বারা সাধিত কর্মকাণ্ডের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং তারা শিশুর জন্যে বিভিন্নমুখী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে যে সব তথ্য ও বিষয়বস্তু শিশুর সামাজিক, আত্মিক ও নৈতিক কল্যাণ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শরিক রাষ্ট্রসমূহ ঃ

ক) শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উপকারী এবং ২৯ ধারায় ব্যক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য এবং বিষয়বস্তু প্রচারে গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করবে;

খ) বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে এ ধরনের তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রস্তুত, বিনিময় এবং প্রচারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহ-যোগিতাকে উৎসাহিত করবে;

গ) শিশুগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারে উৎসাহ যোগাবে;

ঘ) সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত বা আদিবাসী শিশুদের ভাষণগত চাহিদার প্রতি বিশেষভাবে সম্মান দেখাবার ব্যাপারে গণমাধ্যমকে উৎসাহ দেবে;

ঙ) ১৩ এবং ১৮ ধারায় বর্ণিত বিষয় মনে রেখে শিশুর কল্যাণের জন্যে ক্ষতিকারক তথ্য ও বিষয়বস্তু থেকে তার সুরক্ষায় যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রণয়নকে উৎসাহিত করবে।

**ধারা—১৮**

(১) শিশুর প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও বিকাশের ব্যাপারে পিতামাতা উভয়ের অভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে- এই নীতির স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে শরিক রাষ্ট্রসমূহ সর্বাত্মক প্রয়াসী হবে। শিশুকে লালন-পালন, শিক্ষাদান ও গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে পিতামাতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই হবে তাদের মূল চিন্তা।

(২) শরিক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদে স্থিরকৃত অধিকারসমূহ নিশ্চিত এবং জোরদার করার উদ্দেশ্যে পিতামাতা ও আইনসম্মত অভিভাবককে তাদের শিশুর লালন-পালনে যথাযথ সহায়তা দেবে এবং শিশু-পরিচর্যার প্রতিষ্ঠান, সুযোগ-সুবিধা ও সেবা মাধ্যমসমূহের বিকাশ নিশ্চিত করবে।

(৩) শরিক রাষ্ট্রসমূহ কর্মজীবী পিতামাতার সন্তানদের প্রাপ্তিযোগ্যতা অনুসারে শিশু-পরিচর্যা কার্যক্রম ও সুবিধাদি থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থাদিনেবে।

**ধারা—১৯**

(১) শরিক রাষ্ট্রসমূহ পিতামাতা, আইনানুগ অভিভাবক অথবা শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন শিশুকে আঘাত অথবা অত্যাচার, অবহেলা অথবা অমনোযোগী আচরণ, দুর্ব্যবহার অথবা শোষণ এবং যৌন অত্যাচারসহ সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক হিংস্রতা থেকে সুরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত সকল ব্যবস্থা নেবে।

(২) এ ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যথার্থ ব্যবস্থা হিসেবে শিশু এবং শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিতদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার প্রশ্নে সামাজিক কর্মসূচী প্রবর্তন, সেই সাথে প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাদির জন্য কার্যকর পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং উল্লেখিত শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে সেক্ষেত্রে সনাক্তকরণ, বিবৃতকরণ, দায়িত্বার্পণ, তদন্ত, চিকিৎসা ও পরবর্তী কার্যকরণ এবং প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা নিতে হবে।